ভোরের কাগজ

তারিখ ২৬/৭/২০০৩
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ......

১২টি নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে

আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও উচ্চ মানের গবেষণায় কাঙ্ক্ষিত উন্নতি ঘটেনি এখনো। বিজ্ঞান-গবেষণা বর্তমানে ঢাকার পরমাণু শক্তি কমিশন ও BCSIR ২টি প্রতিষ্ঠানে মূলত ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ প্রস্তাবিত ছোট আকারের ১২টি এবং শাহজালাল বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা উচিত। প্রয়োজন ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিল্প শহর থেকে দূর উপশহরের সন্নিকটে নিরিবিলি সাব-আরবান পরিবেশে স্থাপন করা। একই সঙ্গে বৃহত্তর জেলার নতুন জেলায় ছোট আকারের বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থাপন করা হলে পুরোনো সদর জেলা এবং নতুন জেলাসমূহের মধ্যে একদিকে যেমন বৈষম্য দূর হবে অপরদিকে পুরোনো জেলাবাসীর মধ্যে সহমর্মিতা ও একাত্মতা বৃদ্ধি পাবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করে ছোট ছোট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে Rural Based Center of Excellence Scientific Research & Higher Education গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে।

পুরোনো সদর জেলা ও মহকুমা থেকে উন্নীত নতুন জেলাসমূহের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ তথা দেশের অবহেলিত পশ্চাৎপদ জেলাসমূহের সমউন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থে বৃহত্তর ফরিদপুরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টি গোপালগঞ্জে স্থাপন করে এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস মাদারীপুর, পুরোনো বৃহত্তর বরিশালের বিশ্ববিদ্যালয়টি পিরোজপুরে স্থাপন করে এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস ভোলায়, পুরোনো বৃহত্তর পটুয়াখালীর বিশ্ববিদ্যালয়টি বরগুনায় স্থাপন করে এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস ঝালকাঠিতে, পুরোনো বৃহত্তর কুমিল্লার বিশ্ববিদ্যালয়টি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্থাপন করে এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস হবিগঞ্জে, পুরোনো বৃহত্তর নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়টি ফেনীতে স্থাপন করে এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস লক্ষ্মীপুরে, বৃহত্তর যশোরের বিশ্ববিদ্যালয়টি মাগুরায় স্থাপন করে এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস ঝিনাইদহে, পুরানো বৃহত্তর পাবনার বিশ্ববিদ্যালয়টি সিরাজগঞ্জে এবং দ্বিতীয় ক্যাম্পাস ঈশ্বরদীতে, পুরোনো বৃহত্তর বগুড়ার বিশ্ববিদ্যালয়টি জয়পুরহাটে স্থাপন করে এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস বগুড়ায়, পুরোনো বৃহত্তর রংপুর জেলার বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়টি লালমনিরহাটে স্থাপন করে ইহার দ্বিতীয় ক্যাম্পাস গাইবান্ধায় এবং তৃতীয় ক্যাম্পাস কুড়িগ্রাম জেলায়, পুরোনো বৃহত্তর দিনাজপুরের বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়টি ঠাকুরগাঁওয়ে স্থাপন করে এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস পঞ্চগড়ে এবং তৃতীয় ক্যাম্পাস নীলফামারীতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়টি রাঙ্গামাটিতে স্থাপন করে এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস বান্দরবনে এবং তৃতীয় ক্যাম্পাস খাগড়াছড়িতে, ১৯৬৫ সালে মহকুমা থেকে উন্নীত টাঙ্গাইল জেলায় মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করে এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস জামালপুরে (সাবেক মহকুমা) এবং তৃতীয় ক্যাম্পাস শেরপুর জেলায় স্থাপন করা হোক। সিলেটে হযরত শাহজালাল বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়টির দ্বিতীয় ক্যাম্পাস সুনামগঞ্জে এবং তৃতীয় ক্যাম্পাস মৌলভীবাজারে স্থাপন করা যেতে পারে। আমাদের প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসমূহ সংশোধন করে প্রস্তাবিত স্থানসমূহে স্থাপন এবং নতুন নতুন কৃষি/ইঞ্জিনিয়ারিং/মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করা হোক।

রাজশাহী বিভাগে হাজী দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (কৃষি কলেজে রূপান্তর), বগুড়া মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বগুড়া মেডিকেল কলেজে রূপান্তর), রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় (BIT-তে রূপান্তর), খুলনা বিভাগের যশোর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (নতুন), খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় (BIT-তে রূপান্তর), খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (মেডিকেল কলেজে রূপান্তর); বরিশাল বিভাগে পটুয়াখালী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (পটুয়াখালী কৃষি কলেজে রূপান্তর); শেরে বাংলা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (মেডিকেল কলেজে রূপান্তর); চট্টগ্রাম বিভাগে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় (BIT-তে রূপান্তর); কুমিল্লা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (মেডিকেল কলেজে রূপান্তর), নোয়াখালী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (নতুন); সিলেট বিভাগের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (মেডিকেল কলেজে রূপান্তর); ভেটেরিনারি মেডিসিন বিশ্ববিদ্যালয় (ভেটেরিনারি কলেজে রূপান্তর) এবং ঢাকা বিভাগে দ্বিতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় (গাজীপুর (BIT-তে রূপান্তর) : শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা কৃষি কলেজে রূপান্তর); কৃষি, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা অঞ্চলভিত্তিক বিজ্ঞান, কৃষি, স্বাস্থ্য ও কারিগরি গবেষণা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ক্ষেত্রে সমউন্নয়ন ঘটবে। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে বৃহত্তর দিনাজপুর তথা রাজশাহী / খুলনা বিভাগ অঞ্চল ভিত্তিক চিনি ও দেশজ শিল্পের ব্যাপক উন্নতি সাধন করে ভারতীয় চিনি শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বহিঃক্যাম্পাস থাকবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে দিনাজপুরে হাজী দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হলে পুরোনো বৃহত্তর দিনাজপুরসহ রাজশাহী বিভাগে কৃষি বিপ্লব ঘটবে এবং মাদ্রাজের কয়েমবেটর জেলা শহরের অনুরূপ দিনাজপুর জেলা শহর একটি আধুনিক কৃষি শহরে উন্নীত হবে এবং বন্যামুক্ত এলাকার ensured কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বিপুল বৈদেশিখ সাহায্য আসবে। ঠাকুরগাঁও জেলায় নতুন বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করা হলে ঠাকুরগাঁও বিমান চালু করে সিলেটের বিমানবন্দরের অনুরূপ উত্তরাঞ্চলের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত হবে এবং পঞ্চগড় জেলায় বাংলাবান্ধা স্থল বন্দর চালু হবে। ফলে উত্তর ভারত, নোপাল ও ভূটানের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে ভূটান ও নেপালের ছাত্রছাত্রী বাংলাদেশে কম খরচে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান আহরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বাংলাদেশের সুনাম প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রস্তাবিত হাজী দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (১) কৃষি অনুষদ, (২) মৎস্য অনুষদ, (৩) বন অনুষদ, (৪) ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি অনুষদ, (৫) গার্হস্থ বিজ্ঞান অনুষদ, (৬) ভেটেনারি অনুষদ এবং (৭) কলা ও বিজ্ঞান অনুষদ থাকবে। কৃষি কোর্সের সহযোগী কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (অনার্স) এবং এবং M.A কোর্স পড়ানোর সুযোগ থাকাবে। দেশে মূলত ৫টি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে (বিআইটিসহ) এবং সমস্ত ক্যাম্পাসেই ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামটি appropriate বা যুক্তিযুক্ত নয় বিধায় প্রস্তাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করি। আমাদের প্রস্তাবসমূহ সুবিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকারকে আশু বাস্তবায়নের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণে বিনীত আবেদন করছি।

১। প্রফেসর আব্দুল হামিদ
বরিশাল শহর, বরিশাল।
২। অধ্যক্ষ মোঃ ইয়াসিন আলী
বলিয়াখুড়ি, ঠাকুরগাঁও।
৩। ড. এ এ করিম
পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।
৪। প্রফেসর বায়তুন নাহার
পীরগঞ্জ উপজেলা, ঠাকুরগাঁও।